চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ০১.০৯.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম ওয়াসাকে মেয়র ডা. শাহাদাত নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবহার করুন, জনদুর্ভোগ কমিয়ে আনুন।

চট্টগ্রাম নগরীতে নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনদুর্ভোগ কমাতে চট্টগ্রাম ওয়াসাকে আরও দ্রুত ও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে চট্টগ্রাম ওয়াসার সাথে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় তিনি এ আহ্বান জানান। সভায় চসিকের পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফরহাদুল আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম, তাসমিয়া তাহসিন, মাহমুদ শাফকাত আমিনসহ প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রাম ওয়াসার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রধান প্রকৌশলী মাকসুদ আলম, চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, চট্টগ্রাম ওয়াসার ডি. পি. ডি আব্দুর রউফসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় চসিক প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, ওয়াসার সুয়ারেজ প্রকল্পের কারণে নগরীর বিভিন্ন স্থানে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তা খননের ফলে যানবাহন চলাচল ও নাগরিকদের চলাচলে চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় সিটি কর্পোরেশন ও ওয়াসার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ পরিচালনার ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন। ওয়াসার কর্মকর্তারা জানান, চলমান সুয়ারেজ প্রকল্পটি নগরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রকল্প সম্পন্ন হলে চট্টগ্রামবাসী পানির সংকট থেকে মুক্তি পাবে। তবে সাময়িক অসুবিধা হলেও দীর্ঘমেয়াদে এটি নগরবাসীর জন্য উপকারী হবে। সভায় মেয়র বলেন,ওয়াসার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে নগরবাসীকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা। বর্তমানে পানি পাওয়া অনেকটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনগণ এখন কষ্ট পাচ্ছে, তাই কাজগুলো সময়মতো শেষ করা এবং সঠিকভাবে পরিচালনা করা অত্যন্ত জরুরি। তিনি আরও বলেন, ওয়াসা ও সিটি কর্পোরেশন উভয়ই জনসেবামুখী প্রতিষ্ঠান। তাই এখানে দ্বন্দ্ব নয়, বরং সমন্বয় জরুরি। ঠিকাদারদের কাজের মান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে টেকনিক্যাল ত্রুটি বা রাস্তার ক্ষতির কারণে জনভোগান্তি না বাড়ে।মেয়র ওয়াসাকে সুনির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যখন রাস্তা খননের কাজ শুরু করবেন, তখন সিটি কর্পোরেশনকে জানাতে হবে। আমরা যদি আগে রাস্তা করে দিই, পরে যদি ওয়াসা এসে সেটি খুঁড়ে ফেলে, তাহলে জনগণের ক্ষোভ বাড়বে। তাই বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সমন্বিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন। সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে ইতোমধ্যে নগরের জলাবদ্ধতা ৫০% হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের সমন্বয় অব্যাহত থাকলে নগরীর অন্যান্য সমস্যাও অনেকাংশে সমাধান হবে।

এসময় মেয়র ওয়াসা ও চসিকের যৌথ সমন্বয় করে ৭-৮ জনের কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন এবং মাসিকভাবে উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিয়মিত বৈঠক আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন

বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিপ্লব উদ্যানে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে ডা. শাহাদাত হোসেন

বিএনপির নেতৃত্বে নতুন করে জেগে উঠবে বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, ১৯৭৮ সালের এই দিনে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উনিশ দফা কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে চলা বিএনপি পরের বছরই জয়ী হয় সংসদ নির্বাচনে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে চারবার রাষ্ট্র পরিচালনা করে বিএনপি। বিএনপি একটি উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। বিএনপি যেমন অতীতে মানুষের কাছে সমাদৃত হয়েছে, সেভাবেই সমাদৃত হওয়ার জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে। বিএনপির নেতাকর্মীদের আদর্শ রাজনৈতিক কর্মী হতে হবে। আগামী নির্বাচনে জনগনের সমর্থন নিয়ে আবারও রাষ্ট্রক্ষমতায় যাবে বিএনপি। আগামীতে বিএনপির নেতৃত্বে নতুন করে জেগে উঠবে বাংলাদেশ। তিনি সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিএনপির ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে নগরীর ষোলশহর ২ নং গেইটস্থ বিপ্লব উদ্যানের শহীদ জিয়ার স্মৃতি বিজড়িত বিপ্লব বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, শহীদ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, এদেশের উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সেজন্য জিয়াউর রহমানকে এদেশের জনগণ গ্রহণ করেছে। ১৯৮১ সালে বিপথগামী একদল সেনা সদস্যের হাতে তিনি নিহত হলে বিএনপির হাল ধরেন বেগম খালেদা জিয়া। তাঁর নেতৃত্বে তিনবার সরকার গঠন করে বিএনপি। তিনি বলেন, ২০০৭ সালের জরুরি অবস্থার পর কঠিন রাজনেতিক সংকটের মুখোমুখি হয় বিএনপি। টানা দেড় দশক আওয়ামী লীগ দমন পীড়ন চালায় বিএনপির উপর। মিথ্যা মামলায় দুই বছর বেগম খালেদা

জিয়াকে বন্দী করে রাখে। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রশ্নে বিএনপি কখনোই আপস করেনি।ডা. শাহাদাত বলেন, জনগণের কাছে প্রদত্ত অঙ্গীকার থেকে বিএনপি কখনো পিছিয়ে আসেনি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে শুরু করে পরবর্তীতে শহিদ জিয়ার রাজনৈতিক দল গঠন, রাষ্ট্র পরিচালনা, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় ফিরে আসা এবং ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত গণতন্ত্রের প্রশ্নে বিএনপি কখনো মাথানত করেনি। ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে হাসিনা সরকারের পতনের পর নতুন করে উজ্জীবিত হয়েছে বিএনপি নেতাকর্মীরা। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার অপেক্ষায় এখন পুরো দেশ। এতে উপস্থিত ছিলেন সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি জাহিদুল করিম কচি, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক হারুন জামান, ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, আহবায়ক কমিটির সদস্য জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, গাজী মো. সিরাজ উল্লাহ, মো. কামরুল ইসলাম, মহানগর বিএনপি নেতা হাজী মো. আলী, ইয়াসিন চৌধুরী আসু, ডা. এস এম সারোয়ার আলম, হাজী নুরুল আকতার, আলহাজ্ব জাকির হোসেন, সালাউদ্দীন কায়সার লাভু, মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জমির উদ্দিন নাহিদ, বিএনপি নেতা হাজী নবাব খান, এস এম মফিজ উল্লাহ, আবদুল্লাহ আল ছগির, আলাউদ্দীন আলী নুর, নুরুল ইসলাম খন্দকার, সাব্বির আহমেদ, এম এ হালিম বাবলু, সাদেকুর রহমান রিপন, হাসান উসমান চৌধুরী, আবু ফয়েজ, ফিরোজ খান, আলী আজগর, জাহেদুল হক জাকু, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক জিয়াউর রহমান জিয়া, যুগ্ম আহবায়ক মহসিন কবির আপেল, মহানগর ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক সামিয়াত আমিন জিসান, সালাউদ্দীন কাদের আসাদ প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮